### টুল ৩: সিইএ আত্মমূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালা

### **নির্দেশিকা নোট**

#### এই নথির বিষয়বস্তু

১ [**এই টুলের উদ্দেশ্য**](#_heading=h.30j0zll)

২ [**কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ**](#_heading=h.3znysh7)

৩ [**প্রতিটি সেশন পরিচালনার জন্য সঞ্চালকের নোট**](#_heading=h.2et92p0)

* + [**স্বাগত ও পরিচিতি**](#_heading=h.tyjcwt)
  + **[ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ অনুশীলন](#_heading=h.3dy6vkm)**
  + [**আত্মমূল্যায়ন অনুশীলন**](#_heading=h.1t3h5sf)
  + [**কর্মপরিকল্পনা তৈরি**](#_heading=h.4d34og8)
  + [**পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও ভোটাভুটি**](#_heading=h.2s8eyo1)
  + [**শেষ কথা ও সমাপ্তি**](#_heading=h.17dp8vu)

৪ [**সংযোজন ১: কর্মশালার সূচিপত্র**](#_heading=h.3rdcrjn)

**এই টুলের সাথে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ:  
১. ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ ওয়ার্কশিট  
২. আত্মমূল্যায়ন ওয়ার্কশিট  
৩. কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্কশিট  
৪. আত্মমূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনার এক্সেল টুল  
৫. পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড**

**এই টুলের উদ্দেশ্য**

**এই** টুলে **দিনব্যাপী সিইএ বিষয়ক আত্মমূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনার জন্য ফ্যাসিলিটেটরের বা সঞ্চালকের নির্দেশনা, ওয়ার্ড ও এক্সেল ওয়ার্কশিট এবং পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড** দেয়া আছে**।**

**এই কর্মশালাটি সিইএ প্রাথমিক প্রশিক্ষণের শেষে যোগ করা যেতে পারে, যাতে প্রশিক্ষণের পর** বাংলাদেশরেড ক্রিসেন্ট **সোসাইটি একটি পরিষ্কার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে—যার মাধ্যমে সিইএ আরও ভালোভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমে একীভূত করা যায়।**

**এই কর্মশালায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:  
● *ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ* নামের একটি অনুশীলন, যা** বাংলাদেশরেড ক্রিসেন্ট **সোসাইটি**র **ভেতরে কমিউনিটির প্রতি জবাবদিহিতা বাড়াতে কোন বিষয়গুলো সহায়তা করছে এবং কোন বিষয়গুলো বাধা দিচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। বাধা**গুলো দূর করার জন্য **সম্ভাব্য সমাধানও** খুঁজে পেতে সাহায্য করবে **এই বিশ্লেষণ।  
● একটি *আত্মমূল্যায়ন অনুশীলন*, যাতে যাচাই করা যায়—ন্যাশানাল সোসাইটি এবং এর প্রোগ্রাম ও কার্যক্রম প্রশিক্ষণে শেখানো সিইএ-র ন্যূনতম কাজগুলো কতটা ভালোভাবে করছে।  
● একটি *পরিকল্পনা তৈরির অনুশীলন*, যেখানে ঠিক করা হয়—প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমে সিইএ-র কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে এবং কার কী দায়িত্ব থাকবে, কী সম্পদ প্রয়োজন হবে এবং কখন কোন কাজ শেষ করতে হবে।**

**গুরুত্বপূর্ণ: এমন একজন ব্যক্তির থাকা দরকার যিনি কর্মশালার পর প্রতিটি দলের আলোচনা ও খসড়া কর্মপরিকল্পনাগুলোকে নিয়ে এসে ন্যাশানাল সোসাইটির জন্য একটি** সিইএ **কৌশল বা কাজের পরিকল্পনায় রূপান্তর করতে পারবেন।**

#### কর্মশালা পরিচালনার জন্য পরামর্শ

|  |  |
| --- | --- |
| **এই কর্মশালা কখন করা উচিত?** | ● এই কর্মশালাটি *সিইএ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের* শেষে যুক্ত করলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ তখন সব অংশগ্রহণকারীই সিইএ কী এবং এর উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝে নেয়। ● যদি এটি এক দিনের কর্মশালা হয়, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যে অংশগ্রহণকারীরা সিইএ সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। এ ক্ষেত্রে কর্মশালার শুরুতে "সিইএ কী" তা নিয়ে একটি ছোট পরিচিতি সেশন ও "সিইএ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ন্যূনতম কার্যক্রম" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যোগ করতে হবে—যা *সিইএ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্যাকেজ* থেকেই নেয়া যাবে। |
| **সঞ্চালক** | ● যেহেতু এই কর্মশালার বেশিরভাগটাই দলগত ভাবে করতে হবে, তাই প্রতিটি গ্রুপে সহায়তা দেওয়ার জন্য অন্তত দুজন সঞ্চালক প্রয়োজন। ● সঞ্চালকদের অবশ্যই সিইএ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং সঞ্চালনার দক্ষতা থাকতে হবে। সকল সঞ্চালককে এই নির্দেশনাপত্রটি ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিতে হবে এবং অনুশীলনগুলো কীভাবে কাজ করে তা জানতে হবে। |
| **অংশগ্রহণকারী** | ● এই কর্মশালা যেকোনো স্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য উপযুক্ত—নেতৃত্ব পর্যায়, প্রোগ্রাম ও অপারেশন টিম, পিএমইআর ও এনএসডি-র মতো কারিগরি বিভাগ এবং শাখার সবাই অংশ নিতে পারে। ● অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ জন হলে সবচেয়ে ভাল। তবে যদি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আগ্রহ বেশি থাকে, তাহলে আরও বেশি অংশগ্রহণকারীকেও এই পদ্ধতির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব। |
| **পদ্ধতি** | ● মূলত গ্রুপ ওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে। কিছু পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করা হবে অনুশীলন বোঝাতে এবং গ্রুপগুলোর বিশ্লেষণ সবার সামনে আলোচনা করার জন্য প্লেনারি আলোচনা থাকবে। |
| **প্রয়োজনীয় উপকরণ** | ● সঞ্চালকের নির্দেশনাপত্র (এই ডকুমেন্ট) ● পাওয়ারপয়েন্ট (পিপিটি) ● গ্রুপ অনুশীলনের ওয়ার্কশিট (এই ডকুমেন্টে নেই) ● স্টেশনারি: ফ্লিপ চার্ট কাগজ, কলম, ছোট স্টিকার ও প্রজেক্টর ● [*Movement Guide to Community Engagement and Accountability*](https://communityengagementhub.org/resource/cea-guide/)-এর কপি অথবা পিডিএফ সংস্করণ যা আগেই অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শেয়ার করা হবে। যদি সম্পূর্ণ গাইডের কপি না থাকে, তাহলে অন্তত ‘ন্যূনতম সিইএ কার্যক্রম’-এর এক পৃষ্ঠার ইনফোগ্রাফ প্রিন্ট করে দিন। |
| **প্রস্তুতি** | ● এই নির্দেশনাপত্রটি ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন—প্রতিটি অনুশীলন কীভাবে করতে হবে তা জেনে নিন। ● প্রথম গ্রুপ অনুশীলনের জন্য আগে থেকেই ফ্লিপ চার্টে বা পর্যাপ্ত কপি প্রিন্ট করে প্রস্তুত রাখুন। ● প্রতিটি গ্রুপের জন্য যথেষ্ট আত্মমূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনার ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করুন অথবা তাদের ইমেইলে পাঠান—যদি তারা কম্পিউটারে কাজ করতে চায়। ওয়ার্কশিটগুলো ওয়ার্ড বা এক্সেল—দুটো ফরম্যাটেই পাওয়া যায়, অংশগ্রহণকারীর পছন্দ ও সক্ষমতা অনুযায়ী দিন। ● আগেই সবাইকে গ্রুপে ভাগ করে নিন। প্রতিটি গ্রুপে সর্বোচ্চ ৬ জন থাকলে ভালো—তাতে সবাই কথা বলার সুযোগ পাবে। একই ধরণের কাজ করা অংশগ্রহণকারীদের একই গ্রুপে রাখুন, যেমন: উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ম্যানেজার; প্রোগ্রাম ও অপারেশন টিম; পিএমইআর, এনএসডি, সিইএ; সহায়তা সেবা বিভাগ; শাখা টিম ইত্যাদি। এভাবে ভাগ করলে সবাই নিজের মতামত খোলামেলা ও নিশ্চিন্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। |

#### প্রতিটি সেশনের জন্যে সঞ্চালকের নোট

##### ১: স্বাগত ও পরিচিতি

**সময়:** ৩০ মিনিট  
**উদ্দেশ্য:** দিনের কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা, এবং অংশগ্রহণকারীদের একে অপরকে চেনার সুযোগ করে দেওয়া, যাতে সবার মাঝে একটা আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। এখানে সবাইকে সহজ করতে কিছু প্রশ্ন থাকবে।

**প্রস্তুতি:** স্লাইডগুলো আগে থেকে পড়ে বুঝে নিন।  
**যা লাগবে:** পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

**নির্দেশনা:**

**১। (স্লাইড ২)** ব্যাখ্যা করুন এই আত্মমূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনা কর্মশালার উদ্দেশ্য:

* + বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কীভাবে স্থানীয় মানুষদের কাছে জবাবদিহি করছে, এবং কী কী বাধা আছে, তা বোঝা।
  + বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৮টি ন্যূনতম কাজ ঠিকমত করছে কিনা তা যাচাই করা।
  + কোন কোন কাজ করতে হবে, কাদের দায়িত্ব হবে, কী লাগবে এবং কীভাবে করা যাবে—এসব নিয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করা।
  + এই আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা মিলিয়ে পরে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জন্য একটি সিইএ কৌশল বা ওয়ার্কপ্ল্যান তৈরি করা যাবে।

**২। (স্লাইড ৩)** সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন—সিইএ কী। (যেমন: সিইএ মানে হচ্ছে—কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের কথা শোনা, এবং কাজের জন্য তাদের কাছে জবাবদিহি করা।)

**৩। (স্লাইড ৪)** অংশগ্রহণকারীদের বলুন—তাদের পাশের ব্যক্তির সাথে নিচের ৫টি প্রশ্ন নিয়ে ৫ মিনিট আলোচনা করতে:

* + আমি কেন এখানে এসেছি?
  + আমি কমিউনিটির সঙ্গে কেমন কাজ করি?
  + আমি কাদের নিয়ে বেশি চিন্তা করি?
  + কমিউনিটি কীভাবে আমাকে দেখে বলে মনে করি?
  + আমি এই কর্মশালায় কী শিখতে চাই?

৪। এরপর ঘরে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে জানতে চান—তাদের পার্টনার কে ছিলেন এবং এমন একটি কথা যা শুনে তারা চমকে গেছেন বা একমত হয়েছেন। তবে তারা যেন সংক্ষেপে বলেন, যাতে ১০ মিনিটে শেষ হয়।

**৫। (স্লাইড ৫)** এই অংশ শেষ করতে জিজ্ঞেস করুন, কারও কোনো প্রশ্ন আছে কিনা।

**সেশন ২: ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ অনুশীলন**

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (এর মধ্যে ১৫ মিনিটের বিরতি থাকবে)  
**উদ্দেশ্য:**  
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কীভাবে কমিউনিটির কাছে জবাবদিহি করছে, আর কী কী বিষয় সেই কাজে বাধা দিচ্ছে, তা বোঝা এবং সেই বাধা কাটাতে কী কী সমাধান হতে পারে তা খুঁজে বের করা। কারা কোন সমাধানে নেতৃত্ব দেবে এবং কী সম্পদ লাগবে—সেটাও ঠিক করা।

**প্রস্তুতি:** স্লাইডগুলো ও নির্দেশনাগুলো আগে থেকে পড়ে বুঝে নিন।  
গ্রুপগুলো ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করতে পারে, অথবা ফোর্স ফিল্ড ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করে নিতে পারেন।

**যা লাগবে:** পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড এবং ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ ওয়ার্কশিট

**নির্দেশাবলী:**

ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ

**স্টেজ ১: প্রথম ধাপ**

**১। (স্লাইড ৭–৮)** ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ কী তা ব্যাখ্যা করুন:

* + এটি একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি যা সাধারণত সংঘর্ষ বা সমস্যা কোথা থেকে আসছে এবং কী সমাধান হতে পারে তা বুঝতে ব্যবহৃত হয়।
  + বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কমিউনিটির কাছে কতটা দায়বদ্ধ থাকছে, এবং কোন জিনিসগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তা বুঝতে আমাদের এই কর্মশালায় এটা ব্যবহার করা হবে।
  + এটা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করবে—মানে কোন বিভাগ বা কাজ না, বরং পুরো সংস্থার কাজের ধরন।
  + আফ্রিকার দেশগুলো এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের সিইএ কৌশল তৈরি করেছে। বুরুন্ডি রেড ক্রসের একটি ছবিও দেখান—যেখান থেকে বোঝা যাবে যে এটি একটি সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি।

**২। (স্লাইড ৯)** “সিইএ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ” ও “ফ্যাক্টর” (কারণ/উপাদান) মানে কী তা ব্যাখ্যা করুন:

* + সিইএ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ মানে—সংস্থার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করা, যেটা নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কাজের ধারায় থাকবে।
  + ফ্যাক্টর মানে—যে উপাদানগুলো জবাবদিহি বাড়াতে সহায়তা করে বা বাধা দেয়। এটা দৃশ্যমান হতে পারে (যেমন: নীতিমালা, বাজেট, লোকবল) অথবা অদৃশ্য (যেমন: মনোভাব, সংস্কৃতি, নেতৃত্বের সম্পর্ক ইত্যাদি)।

**৩। (স্লাইড ১০)** তিন বাক্স বিশ্লেষণ (থ্রি বক্স অনুশীলন) কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দিন:

* + প্রথমে গ্রুপগুলো আলোচনা করবে—এই মুহূর্তে কী কী বিষয় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে কমিউনিটির কাছে জবাবদিহি করতে সাহায্য করছে (যেমন: প্রশিক্ষণ, বাজেট, স্টাফ, নেতৃত্বের সমর্থন)।
  + এরপর তারা আলোচনা করবে—কী কী জিনিস জবাবদিহি বাড়াতে বাধা দিচ্ছে (যেমন: প্রশিক্ষণের অভাব, স্পষ্ট নীতিমালা নেই, গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি)।
  + মনে করিয়ে দিন—গ্রুপগুলো যেন “কী থাকা উচিত” তা নয়, বরং “এই মুহূর্তে কী আছে” সেটাই বলে।

**৪। (স্লাইড ১২)** গ্রুপে বিভক্ত করুন। প্রতিটি গ্রুপকে ফ্লিপ চার্ট বা প্রিন্ট করা ওয়ার্কশিট দিন। একজন সদস্য নোট লিখবে।

**৫। ৫০ মিনিট সময় দিন।** ফ্যাসিলিটেটররা ঘুরে ঘুরে দেখবেন সবাই সঠিকভাবে করছে কিনা। মনে করিয়ে দিন তারা যেন বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলে এবং বাইরের ফ্যাক্টরের চেয়ে সংস্থার ভেতরের ফ্যাক্টরের ওপর ফোকাস করে।

**৬। শেষ ১০–১৫ মিনিটে** গ্রুপগুলোকে বলতে বলুন—তাদের মতে কোন ৩টি প্রধান বাধা সিইএ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় সমস্যা।  
এই বাধাগুলোকেই তারা পরবর্তী ধাপে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে।

৭। যদি কেউ এই ধাপে প্রাধান্য নির্ধারণ শেষ করতে না পারে, চিন্তার কিছু নেই। তারা তা পরের ধাপে শেষ করতে পারবে।

**ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধাপ**

**১। (স্লাইড ১৩)** দ্বিতীয় ধাপের নির্দেশনা দিন:

* + এখন গ্রুপগুলো তাদের বেছে নেয়া ৩টি বড় বাধা নিয়ে আলোচনা করবে—প্রতিটা বাধা কী কারণে তৈরি হয়েছে, এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ওপর কী প্রভাব পড়ছে।
  + এরপর প্রতিটি বাধার জন্য সম্ভাব্য সমাধান ভাববে। তারপর নির্ধারণ করবে—এই সমাধান বাস্তবায়নে কে নেতৃত্ব দেবে, এবং কী কী সম্পদ লাগবে।
  + বলুন, ‘তহবিল’ না লিখে বরং ‘এই কাজের জন্য এই পরিমাণ টাকা দরকার’, বা ‘স্টাফ’ না বলে ‘একজন ফুল-টাইম সিইএ ফোকাল লাগবে’—এভাবে স্পষ্ট করে লিখতে।

২। অংশগ্রহণকারীদের একই গ্রুপে ফিরে যেতে বলুন। প্রতিটি গ্রুপকে ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধাপের ফ্লিপচার্ট বা ওয়ার্কশিট দিন। একজন সদস্য নোট নেবে।

**৩। ৫০ মিনিট দিন।** ফ্যাসিলিটেটররা নজর রাখবেন—সমাধান, নেতৃত্ব এবং সম্পদের বিবরণ যেন যথেষ্ট স্পষ্ট হয়। কারণ এগুলো ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে কাজে লাগবে।

**ফিডব্যাক**

১। প্রতিটি গ্রুপকে ২০ মিনিট সময় দিন যেন তারা আলোচনা করতে পারে।  
বিকল্পভাবে, সব ফ্লিপচার্ট দেয়ালে লাগাতে পারেন, যাতে সবাই ঘুরে ঘুরে পড়ে দেখতে পারে। পরে সবাইকে জিজ্ঞেস করুন—কিছু পড়ে তারা খুব একমত হয়েছে বা একেবারেই হয়নি এমন কিছু আছে কিনা।

২। গ্রুপগুলো যেন তাদের ফ্লিপচার্ট ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখে, কারণ এটা পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা সেশনে কাজে লাগবে। ফ্যাসিলিটেটররা প্রতিটি চার্টের ছবি তুলে রাখবে, যাতে পরে জাতীয় সিইএ কৌশল বানাতে এগুলো কাজে লাগে।

**সেশন ৩: আত্মমূল্যায়ন অনুশীলন**

সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট

**উদ্দেশ্য:**  
এই অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পারবেন—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (প্রাতিষ্ঠানিক, প্রোগ্রাম এবং জরুরি কার্যক্রমের মধ্যে) সিইএ-র ন্যূনতম কাজগুলোর কোনগুলো ভালোভাবে করছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।  
এটা সাহায্য করবে ঠিক করতে, কর্মপরিকল্পনা তৈরির সময় কোন কাজগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

**প্রস্তুতি:**

* স্লাইড ও আত্মমূল্যায়ন অনুশীলনের নির্দেশনাগুলো পড়ে বুঝে নিন।
* ওয়ার্ড বা এক্সেল—কোন ফরম্যাট ব্যবহার করবেন তা ঠিক করুন।
* প্রতিটি গ্রুপের জন্য ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করুন বা ইমেইলে পাঠান।

🧾 **যা লাগবে:**

* পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
* আত্মমূল্যায়ন ওয়ার্কশিট (ওয়ার্ড বা এক্সেল)
* **সিইএ নির্দেশিকার কপি বা অনলাইন লিংক:**  
  <https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/>

**নির্দেশনা:**

**১। প্লেনারি সেশনে (সবাই একসঙ্গে):** ১০ মিনিট সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করুন—ওয়ার্কশিটের তিনটি অংশ কীভাবে পূরণ করতে হবে। স্লাইডে উদাহরণ দেখান।

**২। গ্রুপ বিভাজন:** অংশগ্রহণকারীরা আগের মতো একই গ্রুপে থাকবে।

**৩। সাহায্য নেয়া:** যদি কেউ কোনো প্রশ্ন বা কার্যক্রম বুঝতে না পারে, তারা সিইএ গাইড দেখতে পারে অথবা ফ্যাসিলিটেটরদের জিজ্ঞেস করতে পারে।

**৪। অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অংশ পূরণ:**

* + যে যে বিষয়ে গ্রুপের সদস্যরা অভিজ্ঞ, শুধু সেসব অংশ পূরণ করবে। যেমন: যদি কেউ জরুরি কার্যক্রমে কাজ না করে, তাহলে তারা সেই অংশ না করলেও চলবে।

**৫। প্রাতিষ্ঠানিকীকরন:**

* এখানে ৪টি ন্যূনতম কাজ আছে, যা সিইএ-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন।
* প্রতিটি কাজের নিচে কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলো দেখে বুঝতে হবে—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভিতরে সেই কাজ করার জন্য কী কী উপাদান (নীতিমালা, প্রশিক্ষণ, বাজেট ইত্যাদি) আছে কিনা।
* প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ", "না" বা "আংশিক/কখনও কখনও" লিখুন।  
  যা জানা নেই, সেগুলো ফাঁকা রাখতে পারেন।

**৬। প্রোগ্রামের জন্য:**

* গ্রুপ চাইলে নির্দিষ্ট একটি প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে বা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সামগ্রিক প্রোগ্রাম বিবেচনা করে এই অংশ করতে পারে।
* ১৪টি ন্যূনতম কাজের প্রতিটির জন্য নির্ধারণ করতে হবে। এই কাজটি কতবার এবং কত ভালোভাবে হচ্ছে।
* এরপর, এই কাজ এখন যেমন হচ্ছে তার সঙ্গে আদর্শভাবে যেমন হওয়া উচিত—তার মধ্যে ব্যবধান কতটুকু। এই ব্যবধান দেখাবে—কোন কাজগুলোর ঘাটতি সবচেয়ে বেশি।
* এরপর, গ্রুপগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কোন কাজগুলো উন্নত করা সবচেয়ে জরুরি এবং সিইএ কৌশল বা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
* **নোট:** ১৪টি কাজকেই অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন নেই। বাস্তব চিন্তা করে ঠিক করুন—এক বা দুই বছরের মধ্যে কতটুকু উন্নয়ন করা সম্ভব।

**৭। জরুরি সহায়তা কার্যক্রম বা দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য:**

* এখানে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, তবে শুধু ১০টি ন্যূনতম কাজ নিয়ে কাজ করতে হবে। এগুলো প্রোগ্রামের কাজগুলোরই সংক্ষিপ্ত রূপ, যা জরুরি অবস্থায় সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

**সেশন ৪: কর্মপরিকল্পনা তৈরির অনুশীলন**

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**উদ্দেশ্য:**  
গ্রুপগুলো তাদের করা **ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ** এবং **আত্মমূল্যায়ন অনুশীলন** থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে একটি সিইএ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। এই কর্মপরিকল্পনাগুলো পরবর্তী সময়ে একটি **সিইএ কৌশল** বা **কর্মপরিকল্পনা** তৈরিতে ব্যবহার করা হবে—যেখানে অগ্রাধিকার দেয়া বিষয়, দায়িত্ব, সম্পদ ও সময়সীমা উল্লেখ থাকবে।

**প্রস্তুতি:**

* স্লাইড এবং নির্দেশনাগুলো আগে থেকে পড়ে বুঝে নিন।
* ওয়ার্ড বা এক্সেল—কোন ফরম্যাট ব্যবহার করবেন তা ঠিক করুন।
* প্রতিটি গ্রুপের জন্য ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করুন বা ইমেইলে পাঠান। চাইলে ফ্লিপচার্টেও টুকে নিতে পারেন।

**যা লাগবে:**

* পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড
* কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্কশিট
* **সিইএ গাইডের কপি** বা অনলাইন লিংক:  
  <https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/>

**নির্দেশনা:**

**১। (প্লেনারিতে ১০ মিনিট):** ব্যাখ্যা করুন ওয়ার্কশিট কীভাবে পূরণ করতে হবে। স্লাইডে একটি পূরণকৃত উদাহরণ দেখান।

**২। গ্রুপ:** অংশগ্রহণকারীরা তাদের আগের গ্রুপে থাকবে।

৩। কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্কশিটে তিনটি ভাগ আছে:

* + প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
  + প্রোগ্রাম
  + কার্যক্রম/অপারেশন  
    গ্রুপগুলো শুধু সেই অংশ পূরণ করবে, যেগুলো নিয়ে তারা **আত্মমূল্যায়নে** কাজ করেছে।

**৪। তথ্য ব্যবহার:** আত্মমূল্যায়ন ও ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন।

**৫। যদি জায়গা না হয়:** চাইলে অতিরিক্ত ঘর যোগ করতে পারেন, তবে মনে রাখবেন—সময় ও সামর্থ্যের মধ্যে বাস্তব পরিকল্পনা করুন।

**৬। অতিরিক্ত কার্যক্রম:** যদি ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ উঠে আসে যা ন্যূনতম কার্যক্রমের বাইরে, তাও যুক্ত করা যাবে।

**৭। কার্যক্রম বর্ণনা করার সময় যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত হোন।** যেমন: কোন কাজ কোথায় হবে—একটা এলাকা, বিভাগ, প্রোগ্রাম বা অপারেশনে?

**৮। ওয়ার্কশিট পূরণের ধাপসমূহ:**

ক। **আত্মমূল্যায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সিইএ কাজগুলো ওয়ার্কশিটে লিখুন**  
খ। **প্রতিটি কাজ পূরণের জন্য কী কী কার্যক্রম করবেন তা লিখুন।** একটি কাজের নিচে একাধিক পদক্ষেপ হতে পারে।  
গ। **কারা কাজটি নেতৃত্ব দেবে এবং কাদের সম্পৃক্ত হতে হবে।** নাম না জানলেও পদবি বা বিভাগ উল্লেখ করা যাবে।  
ঘ। **এই কাজটি করতে কী কী লাগবে তা লিখুন:** অর্থ, লোকবল, সময়, উপকরণ বা সহযোগী সংগঠনের সহায়তা।  
ঙ। **প্রত্যেকটি কাজ কখন শেষ হবে তার তারিখ দিন।**  
চ। **ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণে যে সুযোগ বা বাধা চিহ্নিত হয়েছে, তা উল্লেখ করুন।**   
ছ। **যদি কোনো বাধা থাকে, সেখানে কীভাবে তা কাটিয়ে ওঠা যাবে, সেই সমাধানও লিখুন।** অনেক সময় সমাধান ও কার্যক্রম একই রকম হতে পারে—এতে সমস্যা নেই।

**সেশন ৫: পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও ভোটাভুটি**

সময়: ৩০ মিনিট  
**উদ্দেশ্য:**  
এই সেশনে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের তৈরি করা কর্মপরিকল্পনা দেখবে এবং কোন কাজ ও কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির **সিইএ কৌশল ও ওয়ার্কপ্ল্যানে অগ্রাধিকার** পাওয়া উচিত, তা নিয়ে ভোট দেবে।

**প্রস্তুতি:**  
প্রস্তুতির জন্য কিছু করার দরকার নেই।

**যা লাগবে:**

* ছোট রঙিন স্টিকার (যদি না থাকে, রঙিন কলমও চলবে)

**নির্দেশনা:**

**১। প্রতিটি গ্রুপকে বলুন** তাদের তৈরি করা কর্মপরিকল্পনা দেয়ালের গায়ে লাগাতে। এমন জায়গায় লাগাতে বলুন, যেখানে অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ে পড়তে পারে।

**২। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে ১০টি স্টিকার দিন।** যদি স্টিকার না থাকে, তাহলে বলুন তারা রঙিন কলম দিয়ে ১০টি ভোট দিতে পারবে।

**৩। ভোট দেয়ার নিয়ম বুঝিয়ে দিন।** সবাইকে বলুন, অন্য গ্রুপগুলোর কর্মপরিকল্পনা পড়ে দেখে তারা যেসব কাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, সেগুলোর পাশে স্টিকার লাগাবে। **নিজের গ্রুপের পরিকল্পনায় ভোট দেয়া যাবে না।**

**৪। শেষে ফ্যাসিলিটেটররা সব কর্মপরিকল্পনা ও ভোটগুলো সংগ্রহ করবেন** যাতে এগুলো পরে বিশ্লেষণ করে সিইএ কৌশল ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

**সেশন ৬: দিনের প্রতিফলন ও কর্মশালার সমাপ্তি**

সময়: ১৫ মিনিট  
**উদ্দেশ্য:**

* পুরো দিনের উপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেয়া
* পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে সবাইকে জানানো
* এবং কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা

**প্রস্তুতি:** যদি পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করেন, তবে “পরবর্তী ধাপ” সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত করুন

**যা লাগবে:**

* পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড (প্রয়োজন হলে)
* পোস্ট-ইট নোট বা কাগজ-কলম

**নির্দেশনা:**

**১। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজনকে বলুন দিনটি নিয়ে কিছু বলুক।** তারা কী শিখেছে বা কী আশা করছে ভবিষ্যতে হবে **বা,** প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলুন ৩টি আলাদা পোস্ট-ইট নোটে লিখতে:

আজকের দিনে কী ভালো লেগেছে, কী ভালো লাগেনি। তারা ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলে আশা করছে। এগুলো যেন তারা সামনে দেয়ালে লাগানো একটি ফ্লিপ চার্টে গিয়ে আটকে দেয়, যেখানে এই তিনটি শিরোনাম লেখা থাকবে

**২। ব্যাখ্যা করুন আগামীতে কী কী হবে।** যেমন: এই কর্মশালার ভিত্তিতে কীভাবে একটি সিইএ কৌশল বা ওয়ার্কপ্ল্যান তৈরি হবে। কখন এর খসড়া অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শেয়ার করা হবে।

৩। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য **সবাইকে ধন্যবাদ দিন** এবং কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

#### সংযুক্তি ১: কর্মশালার সূচি

নিচে কর্মশালার জন্য প্রস্তাবিত সময়সূচি দেয়া হলো। যদি আপনি *সিইএ কী* এবং *সিইএ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ* সংক্রান্ত সেশনগুলো **প্রাথমিক প্রশিক্ষণ** থেকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে কিছু গ্রুপ ওয়ার্কের সময় কমাতে হতে পারে অথবা অতিরিক্ত সময় দিতে হতে পারে।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **সময়** | **সময়কাল** | **বিষয়** | **পদ্ধতি** | **উপাদান/যা যা লাগবে** |
| ০৯.০০ – ০৯.৩০ | ৩০ মিনিট | **স্বাগত ও পরিচিতি**   * কর্মশালার উদ্দেশ্য ও দিনের কার্যসূচি ব্যাখ্যা করুন * পরিচিতিমূলক প্রশ্ন ও অংশগ্রহনকারীদের সহজ করা | উন্মুক্ত আলোচনা এবং জোড়ায় জোড়ায় কথোপকথন | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সবাইকে সহজ করার কিছু অনুশীলন |
| ০৯.৩০ – ০৯.৪০ | ১০ মিনিট | **ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ – ধাপ ১: তিন বাক্সের অনুশীলন**   * ফ্যাসিলিটেটর ব্যাখ্যা করবেন: কীভাবে এই বিশ্লেষণ করতে হবে | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সহকারে সাধারণ আলোচনা | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড |
| ০৯.৪০ – ১০.৪০ | ৫০ মিনিট | **গ্রুপ ওয়ার্ক: তিন বাক্স অনুশীলনে অগ্রাধিকারমূলক কাজগুলো চিহ্নিত করা**   * অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করবে—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতা বাড়াতে কী কী বিষয় সহায়ক এবং কী কী বিষয় বাধা * শেষ ১০–১৫ মিনিটে ফ্যাসিলিটেটর প্রতিটি গ্রুপে যাবেন এবং বলবেন—তারা যেন তিনটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে, যেগুলো সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে | সঞ্চালকের সাহায্যে গ্রুপ ওয়ার্ক  শেষ ১০ মিনিটে সঞ্চালকের আরো কিছু নির্দেশনা থাকবে | ফ্লিপচার্ট ও প্রিন্ট করা ওয়ার্কশিট |
| ১০.৩০ – ১০.৪৫ | ১৫ মিনিট | **বিরতি** |  |  |
| ১০.৪৫ – ১০.৫০ | ৫ মিনিট | **ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ – ধাপ ২: সমাধান খোঁজা**   * ফ্যাসিলিটেটর ব্যাখ্যা করবেন: কীভাবে সমস্যার কারণ ও সমাধান খুঁজে বের করতে হবে | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সহকারে সাধারণ আলোচনা | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড |
| ১০.৫০– ১১.৪০ | ৫০ মিনিট | **গ্রুপ ওয়ার্র: সমাধান খোঁজার অনুশীলন**   * অংশগ্রহণকারীরা তিনটি প্রধান সমস্যার কারণ ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবে * এরপর সম্ভাব্য সমাধান, কারা নেতৃত্ব দেবে এবং কী সম্পদ লাগবে তা ঠিক করবে | সঞ্চালকের সাহায্যে গ্রুপ ওয়ার্ক | ফ্লিপচার্ট ও প্রিন্ট করা ওয়ার্কশিট |
| ১১.৪০– ১২.০০ | ২০ মিনিট | **গ্রুপ রিপোর্ট**   * প্রতিটি গ্রুপ তাদের আলোচনা উপস্থাপন করবে হয় সেটা সরাসরি উপস্থাপন করবে বা দেয়ালে ফ্লিপ চার্ট টানিয়ে সবাইকে পড়ার সুযোগ দেবে। | দলগতভাবে উন্মুক্ত আলোচনা | প্রয়োজন নাই। |
| ১২.০০– ১৩.০০ | ১ ঘণ্টা | **দুপুরের খাবার** |  |  |
| ১৩.০০– ১৩.১০ | ১০ মিনিট | আত্মমূ**ল্যায়ন অনুশীলন পরিচিতি**   * ফ্যাসিলিটেটর ব্যাখ্যা করবেন, গ্রুপগুলো স্কোরকার্ড ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবে—বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বা প্রোগ্রাম সিইএ-এর ন্যূনতম কাজগুলো কতটা ভালোভাবে করছে | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সহকারে সাধারণ আলোচনা | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড |
| ১৩.১০– ১৪.২০ | ৭০ মিনিট | **গ্রুপওয়ার্ক আত্মমূল্যায়ন**   * অংশগ্রহণকারীরা স্কোরকার্ড পূরণ করবে—সব অংশ (প্রাতিষ্ঠানিক, প্রোগ্রাম, জরুরি কার্যক্রম) অথবা যেটা তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রযোজ্য | সঞ্চালকের সাহায্যে গ্রুপ ওয়ার্ক | প্রতি গ্রুপের জন্যে আত্মমূল্যায়ন ওয়ার্কশিট |
| ১৪.২০– ১৪.৩৫ | ১৫ মিনিট | **বিরতি** |  |  |
| ১৪.৩৫ – ১৪.৪৫ | ১০ মিনিট | **কর্মপরিকল্পনা অনুশীলন পরিচিতি**   * ব্যাখ্যা: ফোর্স ফিল্ড বিশ্লেষণ ও আত্মমূল্যায়নেরফলাফল ব্যবহার করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে | পাওয়ার পয়েন্ট সহকারে সাধারণ আলোচনা | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড |
| ১৪.৪৫– ১৬.১৫ | ৯০ মিনিট | **গ্রুপওয়ার্ক: পরিকল্পনা তৈরি**   * গ্রুপগুলো ওয়ার্কশিট পূরণ করবে—কে কী করবে, কী লাগবে, কখন করবে—সব বিস্তারিত লিখবে | সঞ্চালকের সাহায্যে গ্রুপ ওয়ার্ক | প্রতি গ্রুপের জন্যে কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্কশিট |
| ১৬.১৫– ১৬.৪৫ | ৩০ মিনিট | **পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও ভোট**   * সবাই ঘুরে ঘুরে অন্যদের পরিকল্পনা পড়ে স্টিকার দিয়ে চিহ্নিত করবে কোন কাজগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। নিজের গ্রুপে ভোট দেওয়া যাবে না | উন্মুক্ত | স্টিকার |
| ১৬.৪৫– ১৭.০০ | ১৫ মিনিট | **কর্মশালার শেষ পর্ব**   * প্রতিফলন: আজকের দিন কেমন গেল। পরবর্তী ধাপ কী হবে তা ব্যাখ্যা। অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি | আলোচনা | পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড |